ফর্ম নম্বর জে (২)

কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

2023 সালের ডব্লিউ পি এ ২৩৭৮১

চন্দন কাইতি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

সহ

২০২৩ সালের ডব্লিউ পি এ ২৩৭৮২

সহ

২০২৩ সালের ডব্লিউ পি এ ২৩৭৮৪

সহ

২০২৩ সালের ডব্লিউ পি এ ২৩৮১৮

পিটিশনকারীদের জন্য	**শ্রী ফিরোজ এডুলজি**
	শ্রীমতি অনামিকা পান্ডে
	শ্রীমতি অমৃতা পান্ডে
	শ্রী মানবরন্দ্র ভট্টাচার্য
	শ্রী জি পান্ডে
	শ্রীমতি স্নেহা সিং
রাজ্যের জন্য	**শ্রী এস.এন. মুখার্জি, বিজ্ঞ এজি**
	শ্রী এ. রায়
	শ্রী সম্রাট সেন
	শ্রী অমল কে. সেন
	শ্রী সুমন সেনগুপ্ত
	শ্রী লাল মোহন বসু
শুনানি:	**০৪.১০.২০২৩**
রায়ঃ	**০৪.১০.২০২৩**

<u>বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত-</u>

উপস্থিত পক্ষগুলির সম্মতিতে, সংযুক্ত আবেদনগুলি হল ২০২৩-এর ডব্লিউপিএ ২৩৭৮২, ২০২৩-এর ডব্লিউপিএ ২৩৭৮৪ এবং ২০২৩-এর ডব্লিউপিএ ২৩৮১৮ একসঙ্গে শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছে।

এগুলি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদনপত্র, যেখানে বিবাদী কর্তৃপক্ষকে পশ্চিমবাংলা রাজ্যের মধ্য দিয়ে জাগরণ যাত্রা চালিয়ে যেতে এবং ২৩.০৯.২০২৩ তারিখের তাদের আবেদন কার্যকর করার জন্য নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

আবেদনকারীর পক্ষে দাখিল করা সম্পূরক হলফনামাটি রেকর্ডে রাখা হয়েছে। এর একটি কপি রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী এডুলজি নিম্নরূপ বক্তব্য পেশ করছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (সংক্ষেপে ভিএইচপি) এবং বজরং দল হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য "শৌর্য জাগরণ যাত্রা" নামে একটি দেশব্যাপী সমাবেশের আয়োজন করছে। এই যাত্রা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানাতেও কাজ করে। এই যাত্রা বিভিন্ন ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানের মধ্য দিয়ে যাবে। এই যাত্রা এখন ০৫.১০.২০২৩ থেকে ০৮.১০.২০২৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। প্রতি মিছিল/রুটে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ভিএইচপি এবং বজরং দলের সর্বোচ্চ ২০০ জন সদস্য যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে চান। মাত্র তিনজন (৩) টাটা -

৪০৭ ট্র্যাক এবং প্রায় ২০টি মোটরবাইক চলাচল করবে প্রতি মিছিলে। এই যাত্রা একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল হবে। কেউ কোনও অস্ত্র বা অস্ত্র বহন করবে না। এই যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের বিষয়ে আলোকিত করা যা একটি স্বাধীন ভারতের পথ প্রশস্ত করেছিল। যখন যাত্রাটি এক জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে যাবে, তখন ২০০ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে মাত্র ১৫ জন যাবেন। বাকি ২০০ জন অংশগ্রহণকারী পরের জেলা থেকেই আসবেন। এইভাবে, কোনও সময়েই যাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা প্রতি মিছিলে মোট ২০০-এর বেশি হবে না। রানী রাসমণি রোডে যখন সমস্ত মিছিল একত্রিত হবে, তখন ২০০০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারী একত্রিত হতে পারবেন না। ২০২৩ সালের ডব্লিউপিএ ২৩৮২-এ এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত একটি আদেশের মাধ্যমে সংগঠনগুলিকে উত্তরবঙ্গের চারটি জেলায় এই ধরনের যাত্রা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যতদূর সম্ভব, আবেদনকারী সমাবেশের পথের ভিডিওগ্রাফি করবেন।

রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী মুখার্জি নিম্নরূপ দাখিল করেছেন। বিবাদী পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের পূর্ববর্তী যোগাযোগে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। যদি এই ধরনের যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে অংশগ্রহণকারীদের শান্তিপূর্ণ মিছিল সম্পর্কিত সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে হবে যেমন উস্কানিমূলক স্লোগান না দেওয়া, লাউডস্পিকার ব্যবহারে শব্দ সীমা মেনে চলা ইত্যাদি। ব্যবহৃত যানবাহনের নিবন্ধন নম্বর বিবাদী কর্তৃপক্ষকে আগে থেকেই জানানো উচিত এবং ব্যক্তিদের নামও জানাতে হবে

এই ধরণের প্রতিটি মিছিল পরিচালনার জন্য দায়ী। আবেদনকারীর সম্পূরক হলফনামায় নির্ধারিত রুট দিয়ে যাওয়ার পর, হাওড়ার রুটের ক্ষেত্রে একটি ছোট পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আয়োজক এবং বিবাদী কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার পর, তারা আবেদনকারীর প্রস্তাবিত বিদ্যমান রুটের পরিবর্তে আন্দুল রোড অর্থাৎ বেতাইতলা-হাংসাং ক্রসিং-কালী বাজার-মল্লিক ফটাক-হাওড়া-ময়দান হয়ে যাত্রা আয়োজনে সম্মত হয়েছেন। অংশগ্রহণকারীদের রাতের বিরতি সম্পর্কেও অবহিত করতে হবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে এলাকাগুলির মধ্য দিয়ে যেতে পারে।

আমি পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং রিট পিটিশন এবং দায়ের করা সম্পূরক হলফনামা পর্যালোচনা করেছি।

ভারতের মানুষ, অর্থাৎ ভারতের মানুষ দেশপ্রেমিক। পশ্চিমবাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজ্যের বিরাট অবদান ছিল। তাই, বাংলার মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগানোর জন্য সমাবেশের প্রয়োজন হবে এমনটা ভাবা অহংকার হবে।

তবে, এখানে সমাবেশের উদ্দেশ্য পরীক্ষামূলক নয় এবং আবেদনকারীদের এই ধরনের সমাবেশ করার অধিকার আছে। এটি তাদের বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের অংশ হবে, যা আমাদের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ একই সংগঠনগুলিকে উত্তরবঙ্গের নির্দিষ্ট জেলাগুলিতে একই ধরনের সমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

একই পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীদের উক্ত "শৌর্য জাগরণ যাত্রা" আয়োজনের অনুরোধ অনুমোদিত, তবে, কিছু যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, যা নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে পদযাত্রার জন্য, আবেদনকারীদের আন্দুল রোডের মধ্য দিয়ে অন্য পথ ধরতে হবে অর্থাৎ, বেতইতলা-হাংসাং ক্রসিং-কালী বাজার-মল্লিক ফাটক-হাওড়া ময়দান।

আবেদনকারীদের সম্মতিক্রমে, যেকোনো সময়ে প্রতিটি সমাবেশে ২০০ জনের বেশি অংশগ্রহণকারী থাকবে না, যদি না তারা রানী রাসমণি রোডে একত্রিত হয় এবং কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিতব্য যাত্রা ব্যতীত। যেকোনো স্থানে অংশগ্রহণকারীদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ২০০০ এর বেশি হবে না। যখন যাত্রা এক জেলা দিয়ে অন্য জেলায় যাবে, তখন সমাবেশ থেকে ১৫ জন অংশগ্রহণকারী থাকবেন এবং অন্যরা পরবর্তী জেলায় আসবেন, প্রতি মিছিলে মোট সংখ্যা কখনই ২০০ জনের বেশি হবে না।

প্রতিটি মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের তিনটি (৩) টাটা-৪০৭ গাড়ি এবং ২০টি মোটর বাইক ব্যবহার করতে হবে। টাটা-৪০৭ গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর পুলিশকে জানানো হবে।

কলকাতার উদ্দেশ্যে যে সমাবেশ হবে, সেখানে একটি থাকবে। সর্বোচ্চ চারটি (৪) ম্যাটাডোর, এবং দশটি (১০) টাটা-৪০৭ গাড়ি এবং ত্রিশটি

(৩০) মোটরসাইকেল। গাড়ি এবং ম্যাটাডোরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উত্তরদাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হবে।

অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা কোনও উস্কানিমূলক স্লোগান বা অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করা হবে না। কেউ অন্য কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবে না।

যদি লাউডস্পিকার ব্যবহার করা হয়, তবে নির্ধারিত শব্দ সীমা মেনে চলতে হবে।

অংশগ্রহণকারীদের কেউ কোনও অস্ত্র বহন করবে না।

অংশগ্রহণকারীরা ভ্রমণের সময় রাজ্য মহাসড়কগুলি ব্যবহার করবে। যে কোনও সময়ে, অংশগ্রহণকারীরা রাস্তার অর্ধেকের বেশি দখল করবে না। থামানোর স্থানগুলিও উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে আগে থেকে অবহিত করা হবে।

যদি এই ব্যবস্থাগুলিতে শেষ মুহূর্তে কোনও ছোটখাটো পরিবর্তন হয়, তবে অবিলম্বে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে তা জানানো হবে।

অন্যদিকে, বিবাদী কর্তৃপক্ষ জাগরণ যাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত পুলিশ ব্যবস্থা করবে। জাগরণ যাত্রার সুবিধার্থে সশস্ত্র পুলিশ থাকবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখবে যে অংশগ্রহণকারী বা পথচারীদের কোনও ক্ষতি না হয়। পুলিশ ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার/কমিশনার/যুগ্ম-কমিশনার এর তত্ত্বাবধানে করা হবে।

শান্তি বজায় রাখার সময় পুলিশ কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শক হিসাবে কাজ করবে না এবং সক্রিয়ভাবে পরিস্থিতি পরিচালনা করবে।

যদি পুলিশ কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় কোনও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে জানতে পারে, তবে তারা অবিলম্বে অংশগ্রহণকারীদের এ সম্পর্কে অবহিত করবে, বিকল্প পথের পরামর্শ দেবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এই পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।

আবেদনকারী পক্ষগুলিকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal